দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 OCT 1991
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

দোষ কার?

ঢাকার ইডেন সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয়ের তিনটি বিভাগে অনার্স পাস করা ৫৯ জন ছাত্রীর এম,এ কোর্সে ভর্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ভাল ছাত্রী। অথচ কর্তৃপক্ষের কিছু যান্ত্রিক নিয়মের মারপ্যাঁচে তাদের উচ্চ শিক্ষার দরজা বন্ধ হতে চলেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছেন, তাদের প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক নেই। তাই ঐ তিন বিভাগে মাস্টার্স ডিগ্রী চালু করা সম্ভব নয়। আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাদের ভর্তি করছে না।

ইডেন কলেজে শিক্ষকের টানাটানি। তিনটি বিভাগে অনার্স কোর্স শেষ করাই তাদের জন্য ছিল কঠিন। এ অবস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অজানা থাকার কথা নয়। অনার্স পাস করার পর এই ছাত্রীরা কোথায় পড়বে সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের নিশ্চয়ই আগে থেকে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কারো মাথাব্যথা নেই।

যেসব কলেজে কোন বিভাগে অনার্স কোর্স চালু করা হয়, সেখানে মাস্টার্স কোর্স চালু করতে হবে — এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গৃহীত নীতি। ওই নীতি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় যদি সেটা না করে, তাহলে দোষ কার? এই জটিল পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইডেন কলেজের অনার্স পাস ছাত্রীদের ভর্তির প্রশ্নে কেবল 'না' বলে বসে থাকতে পারেন না।

আমাদের দেশে অর্জিত মাস্টার্স ডিগ্রী ইউরোপ-আমেরিকায় ব্যাচেলার্স (বিএ/বিএসসি) ডিগ্রীর সমমানের বলে ধরা হয়। মাস্টার্স ডিগ্রী ছাড়া উন্নত কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা কোর্সে ভর্তি হওয়া যায় না। তাই আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার পর্ব শেষ করতে হলে আমাদের দেশে মাস্টার্স ডিগ্রী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ দেয়া দরকার। এ সুযোগ থেকে ইডেন কলেজের অনার্স পাস ছাত্রীরা যেন বঞ্চিত না হয় সেটা দেখা দরকার।

প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে ইডেন কলেজে আলোচ্য ৩টি বিভাগে মাস্টার্স কোর্স খোলা সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষকের অভাবে নানা অসুবিধা হচ্ছে অন্যান্য কলেজেও। আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠি থেকে জানা যায়, শ্রীনগর সরকারী কলেজের রসায়ন বিভাগে গত ৪ বছর ধরে কোন প্রভাষক নেই। সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী কলেজে প্রভাষক থাকার কথা ৩৫ জন, বর্তমানে আছেন মাত্র ১৮ জন। এসব কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই কলেজের ডিগ্রী কোর্সের এ্যাফিলিয়েশন নবায়ন করতে নারাজ। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষকের ব্যবস্থা করলে এ জটিলতা হতো না। একের দোষে অন্যের ভোগান্তি হচ্ছে।

কিছুদিন আগে প্রকাশিত এক হিসেব অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন সরকারী কলেজে ১৮৮৭টি পদ শূন্য পড়ে আছে। প্রমোশনের অপেক্ষায় আছেন প্রায় ৪৭৪৭ জন শিক্ষক। এরপর প্রায় ৭শ' জন সহকারী অধ্যাপকের প্রমোশন দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এর ফলে সৃষ্ট সহকারী অধ্যাপকের শূন্যপদে নতুন নিয়োগের প্রয়োজন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে।

শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বলেন, শিক্ষা সার্ভিসে নাকি যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষক পাওয়া যায় না। শিক্ষকরা বলেন, শূন্য পদে নিয়োগ দেয়া হয় না। ১০/১৫ বছরেও শিক্ষকদের পদোন্নতি হয় না। আরও অনেক সমস্যার কারণে মেধাবী তরুণ-তরুণীরা শিক্ষকতার দিকে যেতে চায় না। ফলে শিক্ষকের অভাব। পরিণামে কলেজ শিক্ষার মান পড়ে যাচ্ছে। অনেক ছাত্রছাত্রীর জন্য উচ্চশিক্ষার দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে এই সার্বিক সংকটের সমাধানের বিষয়ে ভাবতে হবে।

ইডেন কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে জরুরী উদ্যোগ নিতে হবে। তিনটি বিভাগে যেন মাস্টার্স কোর্স চালু করা যায় সে ব্যবস্থা করা দরকার। এটা সম্ভব না হলে অনার্স পাস ছাত্রীরা যেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স পড়ার সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কারণ শিক্ষা কর্তৃপক্ষ যদি কলেজে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষকের ব্যবস্থা না করতে পারেন, সেটা ছাত্রীদের দোষ নয়। এ দোষের দায় তাদের ওপর চাপানো যায় না।

36